মেহেরপুরের মল্লিক পাড়ায় অসমাপ্ত ড্রেনের কাজ, ভোগান্তিতে বাসিন্দারা

মেহেরপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ায় নতুন ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছিল। তবে নির্মাণকাজ চলার একপর্যায়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অসমাপ্ত ড্রেন ও খুঁড়ে রাখা গর্ত এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ থাকায় ৩০ থেকে ৪০টি পরিবারের বসতবাড়ির সামনে তৈরি হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি। খোলা ড্রেন ও গর্তে যেকোনো সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কার পাশাপাশি বাড়ছে মশার উপদ্রব।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে এলাকায় নতুন ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কাজ চলার সময় রাস্তার পাশের মাটি খুঁড়ে ড্রেন তৈরি করা হয়। তবে নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ ওঠার পর পৌরসভা কাজ বন্ধ করে দেয়। এরপর আর কাজ শুরু না হওয়ায় ড্রেনটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। খুঁড়ে রাখা হয়েছে রাস্তার পাশের বড় অংশও।

সরেজমিনে দেখা যায়, মল্লিক পাড়ার সরু রাস্তার একপাশে নির্মাণাধীন ড্রেন। ড্রেনের পাড় তৈরি হলেও কিছু কিছু অংশের ওপর খোলা রয়েছে। কয়েকটি বাড়িতে যাতায়াতের জন্য ড্রেনের ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে অস্থায়ীভাবে পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার পাশের মাটি সরে যাওয়ায় চলাচলের জায়গাও সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ অবস্থায় শিশু ও বয়স্কদের চলাচলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে রাতে খোলা ড্রেন ও গর্ত দেখা যায় না। সামান্য অসাবধানতায় যে কেউ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। একই সঙ্গে ড্রেনের ভেতর ও আশপাশে পানি জমে থাকায় মশার উপদ্রবও বেড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. সামসুল আলম বলেন, “দুই মাস ধরে ড্রেনের কাজ হচ্ছে। এই দুই মাস ধরে রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। রাস্তার দুই পাশে খুঁড়ে রেখে দেওয়ায় চারদিকে পানি জমে মশা হচ্ছে। আমরা বাড়িতে বসবাস করতে পারছি না। এ বিষয়ে পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পাশ দিয়ে যেতে গেলে মাঝে মাঝে

মাটি ভেঙে পড়ে। মোটরসাইকেল নিয়ে বের হতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম।”

হৃদয় হাসান বলেন, “রাস্তার দুই পাশে এভাবে খুঁড়ে রেখে দেওয়ায় বেহাল অবস্থা। ড্রেন করার পরও মাটি দিয়ে ভরাট করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি ড্রেন তৈরি হওয়ার আগেই সেটি ভেঙে যাচ্ছে। এই ড্রেন হওয়ার থেকে না হওয়াই ভালো ছিল আমাদের।”

মোহাম্মদ গৌশল আজম বলেন, “ড্রেনের কাজ শেষ না করে যত্রতত্র ফেলে রেখে গেছে। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শিশুরা খেলতে গিয়ে যেকোনো সময় গর্তে পড়ে যেতে পারে। আমরা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাই।”

সিদ্দিকুর রহমান বলেন, “আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তার পাশে ড্রেনের কাজ হয়েছে। কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে গেছে। এতে মানুষের চলাচলে যেমন বিঘ্ন ঘটছে, তেমনি ছোট শিশু ও বয়স্ক সবাই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।”

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজ বন্ধ থাকলেও খুঁড়ে রাখা ড্রেন ও গর্ত নিরাপদ করার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে তাদের।

ভুক্তভোগী বাসিন্দারা দ্রুত নির্মাণাধীন ড্রেনের কাজ শেষ করা অথবা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুঁড়ে রাখা অংশ নিরাপদভাবে বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মাসুদ রানা বলেন, “সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়ে নেব। যতদিন ঠিকাদারের কাজ শেষ না হবে, ততদিন সমস্যার সমাধানে ড্রেনের আশপাশ মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।”

কাজটির ঠিকাদার মো. জুম্মান বলেন, “আর্থিক সমস্যার কারণে কাজটি বর্তমানে বন্ধ আছে। চলমান কাজ হওয়ায় ড্রেনের পাশে মাটি দেওয়া হয়নি। তবে আগামী সোম বা মঙ্গলবারের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে।”

শিশুর অধিকার রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব

“শিশুরা কোনো বোঝা নয়, তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। প্রতিটি শিশুর শিক্ষা, নিরাপত্তা, সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা ও নিজের অধিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। একটি শিশুও যেন নির্যাতন, অবহেলা, বৈষম্য ও শিশুশ্রমের শিকার না হয় এ বিষয়ে পরিবার ও সমাজকে আরও সচেতন হতে হবে।”

সোমবার বিকেলে গুড নেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে শিশু অধিকার বিষয়ক প্রচারাভিযানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

তিনি আরও বলেন, “আমরা এখানে এসে প্রথমেই বৃক্ষরোপণ করেছি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। একটি গাছ শুধু আমাদের অক্সিজেনই দেয় না, এটি পরিবেশকে শীতল রাখে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে এবং জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রত্যেককে বেশি বেশি গাছ লাগানোর পাশাপাশি লাগানো গাছের পরিচর্যা ও সংরক্ষণেও দায়িত্বশীল হতে হবে।”

এডুকেশন, প্রোটেকশন অ্যান্ড হেলথ টিম, পিআইডি হেড অফিস, গুড নেইবার্স বাংলাদেশের টিম ম্যানেজার মিঃ কর্নেল কস্তা, গুড নেইবার্সের ভলান্টিয়ার সভাপতি আছিয়া খাতুন ও সদস্য পূজা মণ্ডলের সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব বলেন, “শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা শুধু পরিবারের দায়িত্ব নয়; সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। আজকের শিশুকে নিরাপদ, শিক্ষিত ও মানবিক পরিবেশ দিতে পারলেই আগামী দিনে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব।”

অনুষ্ঠানে শিশু অধিকার রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সেলিম জাহাঙ্গীর, কমিউনিকেশন অ্যান্ড পার্টনারশিপ টিম, আরডিডি, হেড অফিস, গুড নেইবার্স বাংলাদেশের টিম ম্যানেজার এমডি আল ইমরান মঞ্জু, মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সিডিপি সভাপতি জহুরুল ইসলাম এবং শিশু পরিষদের সদস্য মৌমিতা আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিশুশ্রম বিষয়ক স্বাগত বক্তব্য দেন গুড নেইবার্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিপুল রেমা।

এর আগে গুড নেইবার্স অফিস চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য অতিথিরা।

শিশু অধিকার বিষয়ক প্রচারাভিযানে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গুড নেইবার্সের ভলান্টিয়াররা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

“শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো: পেশা সুরক্ষা, এর মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গঠনে ৬০ বছর”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৬।

দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে উপজেলা মাধ্যমিক

শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপায়ণ দেব। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন কবির এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি, পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরার পাশাপাশি দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রধান অতিথি বলেন, একটি জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজে তাদের যথাযথ সম্মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র্যালি ও আলোচনা সভাকে ঘিরে মুজিবনগরের শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।

মুজিবনগরে পেঁয়াজ সংরক্ষণে ১৬০ কৃষকের মাঝে এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণে কৃষকদের সহায়তায় এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার সকাল ১০টায় মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের হলরুমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের

পেঁয়াজচাষি কৃষকদের মাঝে এসব এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণ করা হয়। এদিন উপজেলার মোট ১৬০ জন কৃষকের মাঝে এয়ার ফ্লো মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপায়ণ দেব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মমিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব মুন্সী ওমর ফারুকসহ কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কৃষকেরা।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, পেঁয়াজ সংরক্ষণের সময় আর্দ্রতা ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের অভাবে সংরক্ষিত পেঁয়াজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এয়ার ফ্লো মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে সংরক্ষণাগারে প্রয়োজনীয় বায়ু চলাচল নিশ্চিত করে পেঁয়াজের সংরক্ষণকাল বাড়ানো এবং কৃষকের সংরক্ষণজনিত ক্ষতি কমানো সম্ভব হবে।

উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের পেঁয়াজচাষিদের মাঝে এ মেশিন বিতরণের ফলে পেঁয়াজ সংরক্ষণে কৃষকদের সক্ষমতা বাড়বে এবং উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা উপকৃত হবেন বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি আমঝুপির প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি,

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মো. হাসিবুর জামান (স্বপন)ও ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন ।

র্যালি শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মো. হাসিবুর জামান (স্বপন)। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন ও সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাফিজ্জামান।

সভাপতির বক্তব্যে মো. হাসিবুর জামান (স্বপন) শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান আরও উন্নত করতে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন মো. হাবিবুর রহমান (বিএসসি)। সভায় বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, বশির আহমদ, ফারাহ হোসেন লিটন, হাবিবুর রহমান, শাহানাজ খাতুন, নার্গিস চৌধুরী, মো. তাসমিন জামান তুষার, মো. রকিবুল ইসলাম, মো. রকিবুজ্জামান, মো. গাজিউর রহমান, মো. ইব্রাহীম খলীল ও মো. রুবেল রানাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বারাদিতে ২০০ শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক-এলাকাবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদিতে রাস্তার পাশে যত্রতত্র ময়লা- আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী। ‘ময়লার ভাগাড় নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা চাই’-এই দাবিতে সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আটকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়েরের পর মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন এসআরবি-১২-এর ওই কর্মকর্তা।

১৫ কোটি টাকার ৩০ সংস্কার কাজ মেয়াদ শেষেও শুরু হয়নি

মেহেরপুরে পল্লি সড়ক ও কালভার্ট সংস্কার প্রকল্পে ১৫ কোটি ২৪ লাখ টাকার ৩০টি কাজের মধ্যে ২৬টির কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু ও শেষ হয়নি। এসব কাজের ২৬টি কাজের আর ক্যারিওভার করার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

ফলে সড়ক সংস্কার না হওয়ায় শতাধিক গ্রামের মানুষের দুর্ভোগে থেকেই গেল। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন যাদবপুর-বুড়িপোতা সড়ক ব্যবহারকারী পাঁচ গ্রামের মানুষ। সড়কটি সংস্কার না হওয়ায় যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। কৃষিপণ্য ও অন্যান্য কাঁচামাল বাজারজাত করতেও বাড়তি খরচ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সরেজমিনে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে হিতিমপাড়া-কুতুবপুর সড়ক, বুড়িপোতা ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শালিকা হাট সড়ক, আমঝুপি ইউনিয়নে মিলপাড়া-ইসলামনগর সড়ক, মুজিবনগর উপজেলায় মোনাখালী- রায়পুর সড়ক, গাংনী উপজেলায় ধানখোলা- চিৎলা সড়ক ও বামুন্দি-হাড়াভাঙ্গা সড়ক খানাখন্দে যোগাযোগ চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩০টি সড়ক সংস্কারের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু ২৬টি কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরুই করা যায়নি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ অধিদপ্তরকে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন- বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে তেল ও বিটুমিনের সংকট এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করতে পারেনি।

তবে একই সময়ে ৩০টি কাজের মধ্যে আমঝুপি-মিলপাড়া-ইসলামনগর সড়কসহ

চারটি কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, উপকরণসংকটই যদি প্রধান কারণ হয়, তাহলে চারটি কাজ সময়মতো শেষ হলো কীভাবে।

২৬টি কাজের পরবর্তী ব্যবস্থা কী হবে। নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হলে কাজ শুরু হতে আরও সময় লাগবে। ততদিন এসব সড়কেই চলাচল করতে হবে স্থানীয় মানুষকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ঠিকেদার বলেছেন- ১৫ কোটি টাকার প্রকল্পের ৩০টি কাজের ২৬টিই সময়মতো না হওয়ায় শুধু প্রকল্প বাস্তবায়ন নয়, এলজিইডির তদারকি ও ঠিকাদার বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

এলজিইডি মেহেরপুরের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, পিপিআর ২০২৫ অনুসারে ওই কাজের মেয়াদ কোনভাবেই বাড়ানো যাবেনা। নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু ও শেষ করতে না পারা ২৬টি ঠিকাদারের কাজ ক্যারিওভার করার সুযোগ নেই।

বিষয়টি অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। পিপিআর ২০২৫ অনুসারে অফিস আদেশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দেয়া কার্যাদেশ বাতিল করতে হবে।

মেহেরপুরে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য খাতের ভূমিকা নিয়ে কর্মশালা

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য সময়োপযোগী, মানসম্মত ও সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেহেরপুরে ‘স্বাস্থ্য খাতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রতিক্রিয়া’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (৪ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জেন্ডার, এনজিও ও অংশীজন অংশগ্রহণ ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাসহ জেলা সদর হাসপাতালে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক, নার্স, মিডওয়াইফ, প্রশাসন, সমাজকল্যাণ, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

কর্মশালায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন এবং কর্মশালার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ডা. মো. এনামুল হক। স্বাগত বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উপপরিচালক-৪ (উপসচিব) ডা. রেজওয়ান আহমেদ। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উপপরিচালক (উপসচিব) মো. দাবির আল কাদের।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ.কে.এম. আবু সাঈদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. নাসিম আখতার।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উপপরিচালক-৪ (উপসচিব) ডা. রেজওয়ান আহমেদ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জেন্ডার, এনজিও ও অংশীজন অংশগ্রহণ ইউনিটের সাবেক জাতীয় পরামর্শক ডা. এ.জি.এম. মাশুকুর রহমান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অবসরোত্তর ছুটিতে) মো. আবু মোমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মেডিকেল অফিসার ডা. মো. গোলাম রাফি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক (গবেষণা) ও যুগ্ম সচিব এস.এম. আবু হোরায়রা এবং মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

এ সময় দুই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রটোকল, ধর্ষণ-পরবর্তী চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা মডিউল, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এবং

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) ব্যবহারের ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক ক্লিনিক্যাল, ফরেনসিক ও মেডিকোলিগ্যাল সেবা, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংরক্ষণ, রিপোর্টিং এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনায় বলা হয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জেন্ডার, এনজিও ও অংশীজন অংশগ্রহণ ইউনিট ২০১৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য খাতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য সমন্বিত ও সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ও মেডিকোলিগ্যাল সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।